আমাদের সময়

তারিখ ..27 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...৮...

বার্ষিক পরীক্ষার আগে শিক্ষকদের আন্দোলন

উদ্বিগ্ন ২০ লাখ শিক্ষার্থী

এম.এইচ রবিন ●

শিক্ষাপঞ্জিকা অনুযায়ী আর মাত্র ১ মাস বাকি বার্ষিক পরীক্ষার। এই মুহূর্তে প্রতিটি ক্লাসই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য। অথচ সরকারি বেতন-ভাতার (এমপিও) সুবিধাবঞ্চিত ৮ হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন এমপিওভুক্তির দাবিতে। এসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী। মাত্র পাঁচ দিন পর ১ নভেম্বর শুরু হচ্ছে ২০১৫ সালের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা। বছরের এমন সময়ে শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন অভিভাবকরা। সরকারের সুনির্দিষ্ট ঘোষণা না পেলে লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ননএমপিও বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ১ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী।

এমপিও সুবিধাবঞ্চিত ৮ হাজার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

■

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শুরু ১ নভেম্বর

এমপিওভুক্তির দাবিতে রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন ননএমপিও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। গতকাল হাজার-হাজার শিক্ষক এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলে এই কর্মসূচি।

ননএমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি মো. এশারত আলী সন্ধ্যায় আমাদের সময়কে জানান, আজ (মঙ্গলবার) সারা দেশ থেকে আরও শিক্ষক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে জমায়েত হবেন, সারা দিন অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন। দিন শেষে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করবেন শিক্ষকরা। এই কর্মসূচি লাগাতার করা যায় কিনা তার আলোচনা চলছে বলে জানান তিনি।

অবস্থান কর্মসূচিতে শিক্ষক নেতারা বলেন, মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে না। তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুরু স্বীকৃত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার আবেদন জানান।

অভিভাবক ফোরামের নেতা মো. রিয়াজুল বাশার বলেন, বার্ষিক পরীক্ষার মাত্র ১ মাস বাকি। এখন শিক্ষকরা ক্লাসের বাইরে আন্দোলনে ব্যস্ত। আমাদের সন্তানদের লেখাপড়ার ভবিষ্যৎ কী হবে? সারা বছর শেষে এখন শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে কেন আন্দোলন?

জানা গেছে, এক যুগেরও বেশি সময় পার করা অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় আছে। এমপিওর আশায় এসব প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতন অথবা স্বল্প বেতনে দীর্ঘকাল চাকরি করে আসা শিক্ষকরা এরই মধ্যে মধ্য বয়সে পা দিয়েছেন। ক্রমাগত তাদের মনে বাসা বাঁধছে চরম হতাশা। গত বছর আগস্ট মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে নতুন এমপিও দেওয়ার নীতিমালা করার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মন্ত্রণালয় তৈরি করছে এমপিও নীতিমালা। ওই নীতিমালা হলেও এমপিওর জন্য বাজেট বরাদ্দ নেই মন্ত্রণালয়ের। আর এমপিওভুক্তি না পেয়ে দেশের ১ লাখ ১৫ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী নন-এমপিও শিক্ষক- এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৪

উদ্বিগ্ন ২০ লাখ শিক্ষার্থী

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কর্মচারীরা চরম ক্ষুব্ধ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) তথ্যানুযায়ী, ২০১০ সালে সর্বশেষ দেড় হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও পাওয়ার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তার আগে এমপিওভুক্তির কার্যক্রম বন্ধ ছিল ৬ বছর। এখন এমপিওভুক্ত হওয়ার যোগ্য নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়েছে ৮ হাজারের বেশি। নতুন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি টানা ৫ বছর বন্ধ রয়েছে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আমাদের সময়কে জানান, 'আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে নতুন প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি চালু করা যাচ্ছে না। কষ্টে থাকা শিক্ষকদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমি আন্তরিক। এমপিও দেওয়ার জন্য এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছি। একটি যুগোপযোগী নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে। এমপিও খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ পেলে নতুন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নিতে পারি।'

জানা গেছে, ২০০১ সালে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় তারাগুনিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। ২০১২ সাল থেকে পাসের হার শতভাগ। আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়টি সরকারের সব শর্ত পূরণ করেও গত ১৪ বছরে এমপিওভুক্ত হতে পারেনি। এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আমাদের সময়কে বলেন, প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয় হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন খুবই কম। তাদের দেওয়া বেতনের টাকা থেকেই শিক্ষক-কর্মচারীদের কোনোরকমে বেতন দেওয়া হচ্ছে। কোনো কোনো শিক্ষক আবার এমপিওভুক্তির আশায় বিনা বেতনেও পড়াচ্ছেন। বিদ্যালয়ের আরেকজন শিক্ষক বলেন, স্বল্প বেতনে শিক্ষকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এমপিওভুক্ত না হলে বিদ্যালয়টিতে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ভবিষ্যতে হয়তো আর সম্ভব হবে না। একই চিত্র ওই উপজেলার ডা. একরামুল হক মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের। ১৯৯৯ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। ১৬ বছরেও বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হতে পারেনি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, এমপিওভুক্তির আবেদন রয়েছে ৯ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। এগুলো এমপিওভুক্ত করতে গেলে সরকারের বছরে এক থেকে দেড় হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন।